আমিরুল মুমিনিন

উমর

ইবনুল খাত্তাব রাদি.

বই	**উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি.**
লেখক	ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আল-ওয়াকিল
অনুবাদ	আবদুল্লাহ কামাল, সাইদুল মোস্তফা, মাহমুদ আহমাদ
সম্পাদনা	তিবইয়ান সম্পাদনা পর্ষদ
বানান সমন্বয়	তিবইয়ান বানান পর্ষদ
নিরীক্ষণ	মাহদি হাসান
প্রচ্ছদ	তিবইয়ান গ্রাফিক্স টিম
অঙ্গসজ্জা	তিবইয়ান গ্রাফিক্স টিম

আমিরুল মুমিনিন

উমর

ইবনুল খাত্তাব রাদি.

ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আল-ওয়াকিল

দারুত তিবইয়ান

উমর ইবনুল রাদি.

ড. মুহাম্মদ সাঈয়িদ আল-ওয়াকিল

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২২

প্রকাশনায়

দারুত তিবইয়ান

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭২২-৭৩ ০১ ৩১, ০১৩১৫-৬০ ৫১ ৩৩

পরিবেশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

অনলাইনে অর্ডার করুন
www.wellreachbd.com
Bookriver.com.bd
BookPoint BD
wafilife.com & rokomari.com-এ

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ৪৫০, UK $ 20, UK £ 15

Umar Ibnul Khattab R.

Writer : Dr. Muhammad Saeed Al Wakeel

Published by
Darut Tibyan
11/1 Islami Tower, UnderGround, Shop # 18
Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01722-73 01 31, 01315-60 51 33
daruttibyan552@gmail.com

ISBN : 978-984-96469-4-5

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

আবদুর রহমান
যখন বড় হবে, আল-ফারুক উমর ইবনুল
খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী পাঠ করবে,
তার মতো হওয়ার চেষ্টা করবে তো?

—মাহমুদ আহমাদ

প্রকাশকের কথা

যার কথা ওহি তথা প্রত্যাদেশের মতো সত্য শোনা যায়, যার আশঙ্কা বাস্তবতার নিরিখে অবিকল প্রতিফলিত হয়, যার ইশারায় অর্থাৎ ভ্রূভঙ্গির সঙ্গে মনোভঙ্গির অদ্ভুত এক মেলবন্ধন ঘটে, যার সাহসে দৃঢ়তায় শৌর্যে ও বীরত্বে যাবতীয় অসত্য অন্যায় সংশয় ও অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়, তিনি আরব-শার্দূল বজ্রকণ্ঠ সিংহপুরুষ আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল ছিল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে প্রসারণশীল, সবচেয়ে সমৃদ্ধ খিলাফতকাল। তার শাসনকালেই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে দিকে দিকে ইসলামের সর্বাধিক বিকাশ ঘটে। ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। শাসনব্যবস্থা শৃঙ্খলা ফিরে পায়। হিজরি সনের প্রবর্তন ঘটে। ব্যক্তি থেকে সমাজে রাষ্ট্রে সুশাসন ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা পায়।

এই গ্রন্থে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল ও তার শাসনব্যবস্থার সামগ্রিক বিষয়াবলি নতুনরূপে আধুনিক পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রিয় পাঠক, আসুন, এই তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণী গ্রন্থটি পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা কবির ভাষায় পুনর্বার উচ্চারণ করি—

আজকে উমর-পন্থি পথীর দিকে দিকে প্রয়োজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণপণ;
উষর রাতের অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল যারা,
দিক-দিগন্তে তাদেরে খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহারা!

অনন্য এ গ্রন্থটিতে আল্লাহ তাআলা তিনজন অনুবাদকের হাতের ছোঁয়া লাগিয়েছেন। যারা প্রত্যেকেই অনুবাদে নিজেদের কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। তারা হলেন—আবদুল্লাহ কামাল, সাঈদুল মোস্তফা ও মাহমুদ আহমাদ। আল্লাহ তাআলা তাদের ইলমে আরও বারাকাহ দান করুন।

ভাষাবিন্যাসের মাধ্যমে বইটিকে পরিমার্জিত রূপ দিয়ে সাজিয়েছেন শ্রদ্ধেয় সম্পাদক কুতুব হিলালী। বানান সমন্বয় করেছেন দক্ষচক্ষু খ্যাত প্রিয়ভাই মাকামে মাহমুদ। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আল্লাহ তাআলা উত্তম কর্মবিধায়ক। আমরা তার গোলাম মাত্র। চেষ্টা করা আমাদের দায়িত্ব; আমরা করেছি। ফলাফল ও বিশুদ্ধকরণের দায়িত্ব কেবল তারই। তিনি আমাদের সকলের শ্রম কবুল করে ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

—প্রকাশক
দারুত তিবইয়ান
০৬-জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

পৃথিবীর ইতিহাসে গুটিকয় প্রাতঃস্মরণীয় মানুষের জন্ম হয়েছে, যারা ইতিহাস রচনা করেন। যাদেরকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জি আবর্তিত হয়। যাদের হাত ধরে স্থাপিত হয় প্রত্যাশিত সাম্রাজ্যের মজবুত ভিত। দৃশ্যমান উদাহরণের মাধ্যমে প্রবর্তন করেন রাষ্ট্রশাসনের কার্যকর রূপরেখা।

ইসলামের ইতিহাসে এসব এবং এর বাইরে আরও অনেক গুণাবলি যার মধ্যে বিদ্যমান, তিনি হলেন আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। এই মহান বীর সাহাবি ইসলামের জন্য একটি রহমত। ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে তার উপস্থিতিই ছিল সাহসিকতার এক অনমনীয় উপাদান। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কুশলী। যুক্তির ময়দানে প্রত্যাদিষ্ট। ইসলামের নির্দেশিত বিষয়াবলির পরিপালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলি বর্জনে তিনি ছিলেন অনড়প্রাণ এক দুর্জয় সাহসী পুরুষ। রাষ্ট্র ও শাসনকার্য পরিচালনায় ছিলেন অনম্র অথচ মমতাময় এক উপাখ্যান। তার প্রনীতিমালা সর্বকালের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।

প্রিয় পাঠক, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি লিখেছেন মিসরিয় বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট লেখক ও সত্যান্বেষী গবেষক অধ্যাপক মুহাম্মদ সাইয়িদ আল-ওয়াকিল। ইসলামের ইতিহাস-চর্চায় এর ধারাবাহিক ও নানা ঘটনাপর্ব সম্পর্কে পাঠকদের সচেতন করে তুলতে এবং ইসলামের দাওয়াতি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ একটি রাজসরণি নির্মাণ করতে যিনি সারা জীবন মেহনত করছেন। তার ঐকান্তিক সাধনা, সত্যাশ্রয়ী বিশ্লেষণ ও পরিচ্ছন্ন পর্যবেক্ষণের সোনালি ফসল (আরবি ভাষায় লিখিত) 'জাওলাতুন তারিখিয়াতুন ফি আসরিল খুলাফা ইর রাশিদিন' গ্রন্থখানি। তিনি বিরলতম এক জাদুকরি ভঙ্গিমায় ইসলামের

ইতিহাসকে এখানে ছেঁকে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। যেখানে যা যেভাবে প্রয়োজন সুন্দররূপে পরিবেশন করেছেন।

গ্রন্থের শুরুতে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণ, ব্যক্তি জীবন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তার খিলাফতের সূচনা ও প্রকৃষ্ট শাসনপ্রণালির পাশাপাশি শাসনক্ষমতার স্থিতিশীলতা এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের আলোচনাও বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিধৃত হয়েছে। বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে তার স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি; পারস্য, শাম, কুদ্‌স, মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়-সহ আরও অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে। ইসলামের উর্বরতম সময়ে দিকে দিকে দুর্বার বিজয় অভিযানের মূলত ও কার্যত সূতিকাগার তিনি।

সার্বিকভাবে আমরা চেষ্টা করেছি একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক ইতিহাসগ্রন্থ পাঠকের হাতে তুলে দিতে। এখানে ইতিহাসের নিরেট অংশটুকুই সবার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেজন্য মূল লেখকের ধারাবিন্যাস বজায় রেখে প্রয়োজন-অনুসারে কিছু সংযোজন, সংক্ষেপণ ও পরিমার্জন আমাদের করতে হয়েছে।

গ্রন্থটি অনুবাদকের টেবিল থেকে পাঠকের হাতে পৌঁছাতে যারা অক্লান্তভাবে যুক্ত থেকেছেন—বিশেষত সমঝদার লেখক ও সম্পাদক কুতুব হিলালী, প্রুফরিডার মাকামে মাহমুদ, নিরীক্ষক ও পরামর্শক মাহদি হাসান, সর্বোপরি দারুত তিবইয়ানের কর্তৃপক্ষ—আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমরা চেষ্টা করেছি ভালো কিছু করার। সাচ্চা ও সুন্দর কিছু বলার। এই চেষ্টা ও মেহনতে আমরা কতটুকু সফল হয়েছি, তা নিরূপণ করবেন ইতিহাসের সম্মানিত পাঠকগণ। আশা করি আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করে বোদ্ধামহলে গ্রন্থটি গৃহীত হবে এবং আমরাও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়ে বাধিত হবো।

—মাহমুদ আহমাদ
mahmudahmad141196@gmail.com

সূ চি প ত্র

দ্বিতীয় পর্ব

আমিরুল মুমিনিন

উমর ইবনু খাত্তাব

রাদিয়াল্লাহু আনহু-১৫

জাহেলি যুগের আবছায়ায় ১৭
ইসলামের সুধাপান ১৮
অনুপম বৈশিষ্ট্য ২১
তিনি অনবদ্য ২১
উমরের মতে কুরআনের প্রতিধ্বনি ২২
খিলাফতের মহান দায়িত্বে ২৪
খিলাফতের দায়িত্বে উমর ইবনুল খাত্তাব ২৯
উমরের আঞ্চলিক রাজনীতি ৩০
আন্তর্জাতিক রাজনীতি ৩৮

তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু বিজয়-৪১

সেতুর (জিসির) যুদ্ধ ৪২
বুয়াইবের যুদ্ধ ৪৪

কাদিসিয়ার যুদ্ধ-৫১

পরাজয়ে পর পারসিকদের অবস্থা ৫৪
বিপদের মুখোমুখি মুসলিমবাহিনী ৫৫
জিহাদে যোগদানের জন্য খলিফার উৎসাহ প্রদান ৫৬
সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের প্রতি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপদেশ ৫৮
পারস্য সেনাবাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি ৬২
দাওয়াতের জন্য দূত প্রেরণ ৬৫

রুস্তমের কাদিসিয়া আগমন ৬৭
শত্রু শিবিরে গুপ্তচর প্রেরণ ৭৫
মুসলিম সৈন্য শিবিরের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ ৭৬
দুই বাহিনীর সৈন্য বিন্যাস ৭৭
চূড়ান্ত লড়াই ৭৮
আগওয়াছ দিবস ৮১
আমওয়াস দিবস ৮২
লাইলাতুল হারির ৮৪
রুস্তমের পতন ৮৫
পলায়নপর সৈনিকদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ ৮৭
বিজয়ের সুসংবাদ মদিনায় ৮৮
যুদ্ধ শেষে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পদ বণ্টন-নীতি ৯০

মাদায়েন বিজয়-৯৪

বাহুরাশিরের যুদ্ধ ৯৭
দজলার সামনে মুসলিম বাহিনী ১০০
ঘোড়ায় চড়ে উত্তাল দজলা পার ১০২
মাদায়েনবাসীদের আত্মসমর্পণ ১০৬
একটি সংশয় ও তার বিশ্লেষণ ১০৮
মুসলিমদের গনিমত লাভ ১০৯

নাহাওয়ান্দ যুদ্ধ-১১৬

যুদ্ধের কারণ ১১৬
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবিদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন ১১৮
যুদ্ধের সেনাপতি নির্বাচন ১১৯
রণাঙ্গনের পথে ১২২
যুদ্ধের সূচনা ১২৭
চূড়ান্ত বিজয় ১৩১
যুদ্ধলব্ধ গনিমত ১৩৪
নাহাওয়ান্দে হুজাইফা ১৩৫

শামে বিজয় অভিযান-১৪০

দামেশক অভিমুখে ১৪২

দামেশক অবরোধ ১৪৪
দামেশক বিজয় ১৪৬
দামেশকে মুসলিমদের অবস্থান ১৫১
হিরাক্লিয়াসের দামেশক ত্যাগ ১৫১
দামেশক থেকে ফিহল ১৫২
চূড়ান্ত মুহূর্ত ১৫৫
তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো; আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ১৫৬

বাইতুল মাকদিস বিজয়-১৫৭

যুদ্ধজয়ে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিকল্পনা ১৬২
কুদস (জেরুজালেম) অবরোধ ১৬৫
শাম দেশে উমর ইবনুল খাত্তাব ১৬৯
সেনাপতিদের সঙ্গে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ ১৭২
বাইতুল মাকদিসে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগমন ১৭৭

মিশর বিজয়-১৮৪

ফারমা যুদ্ধ ১৮৯
বালবিস যুদ্ধ ১৯২
উম্মে দানিন যুদ্ধ ১৯৪
ব্যাবিলন দুর্গের সামনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৯৬
আইনে শামস যুদ্ধ ১৯৮
ব্যাবিলন অবরোধ ২০০
সংলাপের সূচনা ২০২
ব্যাবিলন দুর্গে হামলা ২০৭
সন্ধিচুক্তি ২১২
সন্ধিচুক্তি এবং হিরাক্লিয়াস ২১৩
ফাইউম বিজয় ২১৭

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়-২১৯

নাকয়ুস যুদ্ধ ২২২
কিরয়াওন যুদ্ধ ২২৪
আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ ২২৬
মুকাওকিসের সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা ২৩৪
বিজয় অর্জনে বিলম্ব এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পত্র ২৩৫

রোমান বাহিনীর পরাজয়ের কারণ ২৩৮
খলিফার কাছে বিজয়ের সুসংবাদ ২৩৯
আলেকজান্দ্রিয়ায় রোমানদের ফিরে আসার চেষ্টা ২৪১

মদিনায় দুর্ভিক্ষ (আমুর রামাদা)-২৪৫

তাউনে আমওয়াস ২৫০
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাত ২৫৭

— দ্বিতীয় খলিফা —

আমিরুল মুমিনিন

উমর ইবনু খাত্তাব

রাদিয়াল্লাহু আনহু

উমর ইবনুল খাত্তাব
রাদিয়াল্লাহু আনহু

জাহিলি যুগের আবছায়ায়

উমর ইবনুল খাত্তাব ছিলেন আবদুল উজজা কাব ইবনু লুয়াইয়ের বংশোদ্ভূত; সেহেতু বনু আদ্দি কুরাইশি। তিনি আসহাবে ফিল তথা হস্তীর ঘটনার ১৩ বছর পর অর্থাৎ ৫৮৩ মতান্তরে ৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশের সম্ভ্রান্ত নেতৃবর্গের মধ্যে তিনি অন্যতম। কুরাইশের দূতিয়ালির সকল দায়িত্ব তাঁর ওপরেই ন্যস্ত ছিল, নিজেদের গৃহবিবাদে কিংবা অন্য গোত্রের সাথে যুদ্ধ বেঁধে গেলে তিনিই কুরাইশদের পক্ষে শান্তিদূতের দায়িত্ব পালন করতেন। তার গোত্রকে কেউ চ্যালেঞ্জ কিংবা উন্নাসিকতা প্রদর্শন করলে তিনিই প্রত্যুত্তর দিতে বুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন।

সপ্তম ঊর্ধ্বতন পুরুষে গিয়ে (কাব ইবনু লুয়াই) তাঁর সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ পরম্পরা মিলিত হয়েছে। আর মায়ের দিক থেকেও ষষ্ঠতম ঊর্ধ্বতন পুরুষে গিয়ে (মুররাহ ইবনু কাব) তিনি রাসুলুল্লাহর সাথে একই বন্ধনে গ্রথিত।

শৈশবে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পিতার মেষ চরাতেন। পরে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হন এবং সিরিয়া গমন করেন। তিনি ঘরে যেমন মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন তেমনই বাইরেও ছিলেন বেশ দাপুটে। তিনি ছিলেন বজ্রকঠিন এক অকুতোভয় প্রাণসম্পন্ন বীর পুরুষ।[১]

ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি মুসলিমদের ওপর চরম ভাবাপন্ন ছিলেন। তাদের সাথে খুবই রূঢ় আচরণ করতেন। মুসলিমদের ওপর তার নির্যাতন ছিল পাহাড় টলে যাওয়ার মতো দুঃসহনীয়। ভয়ানক চাহনি ছিল তার পাথর গলে যাওয়ার মতো তীব্র। এমনকী তিনি নিজ দাসীকেও ন্যায্য কারণে প্রচণ্ড প্রহার করতেন। মারতে মারতে নিজেই বিরক্ত হয়ে দাসীকে ছেড়ে দিয়ে একদিন বললেন, বিরক্ত হয়েই তোকে ছেড়ে দিলাম, যাহ, নিষ্কৃতি দিলাম।

---

[১] *তারিখুত তবারি,* খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৭

উত্তরে নির্যাতিতা দাসী বলে, 'আল্লাহ আপনার সাথে ঠিক একইরকম আচরণ করবেন।' পরে দাসীটিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন।[২]

ইসলামের সুধাপান

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বছর দুয়েক ধরে দুর্বল মুসলিমদের সাথে সর্বোচ্চ কঠোরতা আর চূড়ান্ত দমননীতি প্রয়োগ করে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই একদিন তার মধ্যে কোমলতার প্রথম দ্যুতিটি বিচ্ছুরিত হলো। যখন তিনি দেখলেন মুসলিমরা তাদের নিজ ভূমি ও আপনজনদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে, মাতৃভূমি ও পরিবারকে বিসর্জন দিয়ে দৃঢ়পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন ঈমানদীপ্ত আকিদার পথে; এ দৃশ্য দেখে উমরের অন্তরাত্মা একটু হলেও কেঁপে উঠেছিল! তার চিরাচরিত আচরণের ব্যতিক্রম ঘটনাটি সেদিন মজলুমদের জন্য ছিল একটি বিশেষ অর্জন। তিনি স্বদেশত্যাগী নওমুসলিমদের এই বলে বিদায় দিচ্ছিলেন—'শান্তি তোমাদের সঙ্গী হোক!'

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, নির্যাতিত মুসলিমদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কিংবা সহমর্মী হয়ে তিনি নম্রতা অনুভব করেন—ব্যাপারটি মোটেও এমন ছিল না। বরং তিনি লক্ষ করেছেন, এ সকল হতভাগ্য মুহাজিররা এই মক্কা নগরী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন নির্দ্বিধায়, যে মক্কার সান্নিধ্য পেতে মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ খরচ করে। কষ্ট করে হলেও পথ পাড়ি দেয় সুদীর্ঘ পথ। এর ফলে তিনি বদ্ধমূল ধারণা করতে বাধ্য হন যে, এই সকল বাস্তুহীন লোকের অন্তরে এমন কিছু একটা সাহস জোগাচ্ছে, যা তাদের কাছে মক্কা ও এর সহায়-সম্পদ থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে তাদের সোনালি জীবন ফুলে ফলে ভরিয়ে দেওয়া আকিদা-বিশ্বাসকে সঙ্গী করে অকাতরে মক্কাকে পরিত্যাগ করছে। তিনি আরও ভাবেন, একজন মানুষ জীবনে যা-কিছু পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে—এমন সবকিছু ছেড়ে তারা কোন কল্যাণকে বুকে ধারন করে দিব্যি ছেড়ে যাচ্ছে স্বদেশের মাটি!

নবিজি সা. খুব করে চাইতেন দুই প্রভাবশালী কুরাইশের মধ্য হতে যেকোনো একজনকে দিয়ে আল্লাহ যেন এই দ্বীনকে শক্তিশালী করেন। হোক সে উমর ইবনুল খাত্তাব, কিংবা আবু জাহিল ইবনু হিশাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করেছেন, 'হে আল্লাহ, এই দুই ব্যক্তির মধ্য থেকে তোমার কাছে অধিকতর প্রিয়জনকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করো, উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আবু জাহিল ইবনু হিশাম।[৩] মেহেরবান আল্লাহ নবিজির এই প্রাণখোলা আবেদন মঞ্জুর করেন। নবিজির দোয়ার বরকতে তিনি হিদায়েতের আলোয় আলোকিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নেন।

---

[২] *সিরাতে ইবনে হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৮

[৩] *তারিখুল খুলাফা,* সুয়ুতি, পৃষ্ঠা : ১০৯

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের পটভূমি নিয়ে ইতিহাসবিদগণ একাধিক ঘটনার অবতারণা করেছেন। সবগুলো বর্ণনার বিশুদ্ধতায় কোনো ধরনের সন্দেহ নেই, তবে বর্ণনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করাটাই হলো একটি সুন্দর সমাধান। এর মধ্যে কিছু ঘটনা আপেক্ষিকভাবে মূল ঘটনার ভূমিকা বলা চলে, যা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণকে তার ব্যক্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্য করে তোলে। এর মধ্যে ইবনু হিশামের বর্ণনায় বাস্তবতার সাথে সবচেয়ে সুন্দর সমন্বয়টি ফুটে উঠেছে—

তিনি রাসুল সা.-কে হত্যার উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে এক লোকের মুখোমুখি হন। লোকটি তাকে নিজ বোন ফাতেমা ও বোনজামাই সাঈদ ইবনু জায়দের ইসলাম গ্রহণের খবর ফাঁস করে দেন। সংবাদটি শুনে উমর মুহূর্তেই পরিবর্তন করেন তার গন্তব্য পথ। ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে যান আপন বোনের বাড়ি। সেখানে প্রবেশ করার পর উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের হাতে থাকা কুরআনের কপিটি নিজ হাতে তুলে নেন এবং পড়তে শুরু করেন। প্রথমবারের মতো তার ঠোঁটে উচ্চারিত হলো পবিত্র কুরআনের আয়াত। পরক্ষণেই ইসলামের প্রতি তার অন্তর বিগলিত হয়ে পড়ে। নিজের অজান্তেই বলে উঠলেন, 'আমাকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে চলো।' অগত্যা তারা তাকে রাসুলুল্লাহর সন্ধান জানালেন। এবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নতুন গন্তব্য মুহাম্মদ সা.-এর দরবার। তিনি সেখানে গেলেন এবং ঈমানের-আলোয় নিজেকে আলোকিত করে নেন।

আমার পর্যবেক্ষণে এটিই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও সর্বাধিক বাস্তবসম্মত বর্ণনা। কারণ এটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেজাজ-মর্জির সাথে সাদৃশ্যমণ্ডিত। সিরাতের-কথক ও ইতিহাসিবদদের বয়ানে এই বর্ণনাটি অধিকতর প্রচলিত। বাকি বর্ণনাগুলো তার এই ইসলাম গ্রহণের ঘটনার সঙ্গে ততটা মানানসই নয়।

ইসলাম গ্রহণের পর রাসুল সা. তাকে 'আল-ফারুক' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম, রাসুলুল্লাহর সামনে প্রশ্ন তুললাম—'আমরা হকের ওপর নই কি?', তিনি উত্তর দিলেন, 'নিঃসন্দেহে'। তখন আমি বললাম—'তাহলে কেন এই লুকোছাপা?' অতঃপর আমরা দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম, এক সারির নেতৃত্বে আমি, অন্য সারির নেতৃত্বে হামজা। সারিবদ্ধ হয়ে আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম। কুরাইশরা আমাকে আর হামজাকে হতবিহ্বল হয়ে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। সেদিন তাদের বুকে চেপে বসেছিল এক পৃথিবী হতাশা। ওই ঘটনার পরপর রাসুল সা. আমাকে আল-ফারুক উপাধি প্রদান করেন। কারণ এই ঘটনায় প্রথমবারের মতো ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং সর্বপ্রথম হক-বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজনের উন্মেষ ঘটে।

তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আসমান থেকে সুসংবাদ এসেছিল। রাসুলের কাছে এই সুসংবাদ বহন করে নিয়ে আসেন জিবরাইল আ.[৪], আর নাজিল হয় আয়াত—[৫]

হে নবি, আপনার জন্য আল্লাহ ও আপনার অনুগত মুমিনরাই যথেষ্ট।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন নবুওয়তের ষষ্ঠ বছরে। ততদিনে হাবশার (আবিসিনিয়া) উদ্দেশে মুসলিমদের একটি কাফেলা হিজরত করে যান।

ইমাম সুয়ুতি বলেন—তিনি নবুওয়তের ষষ্ঠতম বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল সাতাশ বছর।

আর ইবনু সাদ লিখেন—উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবুওয়তের ষষ্ঠ বছরের জিলহজ মাসে ইসলাম গ্রহণ করেন, সেসময় তিনি ছিলেন ছাব্বিশ বছরের টগবগে এক যুবক।

এখন দেখার বিষয় হলো, উপর্যুক্ত দুই মতের সাথে উমর রাদি.-এর জন্মসালের মতটি কোনোভাবেই খাপ খায় না, যেখানে আমরা জেনেছি যে, তিনি হস্তীবছরের তেরো বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। যদি জন্মসালের মতটি সঠিক হয়, তাহলে ইসলাম গ্রহণকালে তার বয়স হতে হবে তেত্রিশ বছর। কারণ, তার এবং রাসুল সা-এর জন্মের মধ্যে তেরো বছরের ফারাক রয়েছে। সুতরাং নবুয়তের ছয় বছর পর ছেচল্লিশ বছর বয়সী নবিজির. হাতে ইসলাম গ্রহণকালে তার চেয়ে তেরো বছরের ছোট উমর রাদি.-এর বয়স হতে হবে তেত্রিশ বছর।

এখানে স্মর্তব্য যে, তার জন্মসাল ও ইসলাম গ্রহণের সন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রায় অকাট্য ঐকমত্য রয়েছে। ফলে এর উভয়টি কিংবা কোনোটি বাতিলকরণের কোনো সুযোগ হলো নেই। আমাদের অধ্যয়নে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় হিসেবই সঠিক রয়েছে। সমস্যার সূত্রপাত ইসলাম গ্রহণের সময় তার উল্লিখিত বয়স নিয়ে। আমাদের বিশ্বাস, ইমাম সুয়ুতি ও ইবনু সাদ তার যে বয়সটি উল্লেখ করেছেন তা মূলত তার ইসলাম গ্রহণকালীন বয়স নয়; বরং এটি রাসুল সা.-এর নবুওয়তপ্রাপ্তির সময়ে তার (উমরের) বয়সের হিসেব। এভাবে হলেই সবগুলো হিসেবের সমীকরণ মিলে যায়। সুতরাং ইসলাম গ্রহণকালে তার বয়স দাঁড়ায় তেত্রিশ বছর এবং মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর।

উমর রাদি. ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম সারির সাহাবিদের অন্যতম। তার পূর্বে কেবল পঁয়তাল্লিশজন সাহাবি ও শুধু এগারোজন নারী সাহাবি ইসলাম কবুল করেছিলেন। এটিই বিশুদ্ধ মতামত। আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ভালো জানেন।

---

[৪] ইবনে মাজাহ বর্ণীত।

[৫] বাযযার ও হাকেম বর্ণীত।

অনুপম বৈশিষ্ট্য

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন চোখে পড়ার মতো দীর্ঘকায়, কর্মচঞ্চল ও উদ্যমী মানুষ। দীপ্তিময় মনোহারী চোখের অধিকারী। উজ্জ্বল বাদামি বর্ণের দেহে ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ। এমনও কথিত আছে যে, তার গায়ের রং ছিল রক্তিম আভায় টইটম্বুর ধবধবে ফর্সা। ঘন দাড়ির ফ্রেমের মাঝে মুক্তার মতো সাদা দাঁতের হাসি ছিল অপূর্ব মনোহর। দাড়িতে খয়েরি রঙের আধিক্য ছিল। তিনি চুলে মেহেদি ব্যবহার করতেন।[৬] তবে জোরালো মত হচ্ছে, তার গায়ের ত্বক ছিল গাঢ় বাদামি রঙের। প্রকৃত সত্য আল্লাহই জ্ঞাত।

তিনি অনবদ্য

ইমাম বুখারি হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণনা করেন—রাসুল সা. বলেছেন, 'তোমাদের পূর্বে গত হয়ে যাওয়া উম্মতদের মধ্যে কিছু ইলহামপ্রাপ্ত মানুষের আনাগোনা ছিল, এরকম আমার উম্মতের মধ্যে কেউ থেকে থাকলে সে হচ্ছে উমর।'

তিরমিজি ও হাকেম সহিহ সূত্রে উভয়ে উকবাহ ইবনু আমের থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন—আমার পরে যদি নবি আসার সুযোগ থাকত নিঃসন্দেহে উমর ইবনুল খাত্তাবই হতো সেই নবি।

উমর রাদি. সত্য কথা বলতে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতেন না, আল্লাহর জন্য সত্যপ্রকাশে তিনি কারও পরোয়া করতেন না। এমনকী তার সম্পর্কে রাসুল সা.-এর প্রত্যয়ন ছিল—উমরের মুখনিঃসৃত বাক্যে আল্লাহ সত্যকে নিহিত রেখেছেন।[৭]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ হাদিস ইবনু উমর থেকে বাজ্জার তাঁর বর্ণনায় এনেছেন, রাসুল.-এর ভাষায়—'উমর হচ্ছে জান্নাতবাসীদের আলোকবর্তিকা'।

ফিতনা-সর্বস্ব জামানার জন্য আদর্শ হিসেবে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি ফিতনা ও মুসলিম উম্মাহের মাঝে দুর্লঙ্ঘ্য বাঁধ হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার হাত দিয়ে উমরের দিকে ইশারা করে বললেন—এ হলো ফিতনার সামনে সিসাঢালা প্রাচীর, তোমাদের মধ্যে সে যতদিন থাকবে, ফিতনা এবং তোমাদের মাঝে সবচেয়ে দুর্জেয় দুর্গটি হয়ে অবশিষ্ট থাকবে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে যে বিস্ময়কর তথ্যটি এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, তাহলো—ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইবনু আসাকিরের আনিত বর্ণনামতে,

---

[৬] ইবনে কাসির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৩৮
[৭] ইবনে মাজাহ ও হাকেম থেকে বর্ণিত।

রাসুল সা. আমাদের জানাচ্ছেন, 'আসমানের প্রতিটি ফেরেশতা উমরকে সমীহ করেন, আর জমিনের প্রতিটি শয়তান উমরের ভয়ে তটস্থ হয়ে পালাতে থাকে।'

উমরের মতে কুরআনের প্রতিধ্বনি

১. উমর রাদি. বদরের যুদ্ধবন্দিদের ক্ষেত্রে রাসুল সা.-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাদেরকে হত্যা করা হোক। কিন্তু রাসুল সা. আবু বকর রাদি.-এর পরামর্শমতে ফিদিয়া নিয়ে বন্দিদের মুক্তি দেন। অতঃপর উমরের সমর্থনে আয়াতে কারিমা নাজিল হয়—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَه اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ

দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোনো নবির জন্য সংগত নয়। [সুরা আনফাল, আয়াত : ৬৭]

২. পর্দার হুকুমের ক্ষেত্রেও রয়েছে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনন্য অবদান। একবার তিনি রাসুলকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন তাঁর স্ত্রীগণকে পর্দার নির্দেশ দেন। কারণ যারা বাসায় আসা-যাওয়া করে, তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ উভয় শ্রেণির লোক আছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই পরামর্শের সমর্থনে আয়াত নাজিল হয়—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَ لَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ۫ وَ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ .

হে মুমিনগণ, পানাহারের জন্য তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া ব্যতীত নবির গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, খাওয়া শেষে আপনা-আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে থেকো না। নিশ্চয় এটা নবির জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচবোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে কোনো প্রকার সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। [সুরা আহজাব, আয়াত : ৫৩]

৩. মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দুআ করলেন—হে আল্লাহ, আমাদের জন্য মদের ব্যাপারে স্পষ্ট বিধান প্রদান করুন। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করে জানালেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক তিরসমূহ— এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। [সুরা মায়িদা, আয়াত : ৯০]

৪. মাকামে ইবরাহিম সম্পর্কে, যখন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি আপনি মাকামে ইবরাহিমকে নামাজের স্থান হিসেবে গ্রহণ করতেন, কতই-না ভালো হতো!' এর অনুকূলে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করে জানান—

وَ وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ .

তোমরা ইবরাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাজের স্থান বানাও। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১২৫]

৫. ওপরের চারটি ছাড়াও ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথার সাথে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। যখন রাসুলের স্ত্রীগণ তাঁকে ঘিরে পরস্পর ঈর্ষাজালে জড়িয়ে পড়েন, তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে বললেন, 'যদি নবি তোমাদের সকলকে তালাক দেন, এরপর তাঁর রব্ব তাঁকে তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী দান করবেন।' এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে হুবহু বর্ণনা-সংবলিত আয়াত নাজিল হয়—

عَسٰى رَبُّه اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَه اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ.

যদি নবি তোমাদের সকলকে তালাক দেন, অচিরেই তাঁর রব্ব তাঁকে এর পরিবর্তে দেবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী। [সুরা তাহরিম, আয়াত : ৫]

তাবরানি তার 'আল-আওসাত' গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরি থেকে বর্ণনা করেছেন—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে উমরকে রাগালো, সে যেন আমাকে রাগালো, আর যে উমরকে ভালোবাসল, সে যেন আমাকেই ভালোবাসল। আল্লাহ যত নবি পাঠিয়েছেন প্রত্যেকের উম্মতের ভেতর তাঁদের জন্যে 'কথক' পাঠিয়েছেন, আর আমার উম্মতের মাঝে এমন কেউ থেকে থাকলে সে হচ্ছে উমর। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, কথক কী রকম ইয়া রাসুলাল্লাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তার জবানে স্বয়ং ফেরেশতারা কথা বলে।'

উমর রাদি.-এর খিলাফত গ্রহণের সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক চালচিত্র

নোট :
- হিন্দি শিলিগুড়ি (**हिन्दि शिलिगुड़ि**) ফন্টে লিখিত নামগুলো দ্বারা প্রধান প্রধান জায়গা ও সাগরের নাম বোঝানো হয়েছে।
- বর্ণমালা (বর্ণমালা) ফন্টে লিখিত নামগুলো দ্বারা খিলাফতে রাশিদার শাসনাধীন অঞ্চল বোঝানো হয়েছে।
- খালিদ মাদারিপুর (**খালিদ মাদারিপুর**) ফন্টে লিখিত নামগুলো দ্বারা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চল বোঝানো হয়েছে।
- শুকনতলা (**শুকনতলা**) ফন্টে লিখিত নামগুলো দ্বারা বাইজেন্টাইন (রোমান) সাম্রাজ্যের শাসনাধীন অঞ্চল বোঝানো হয়েছে।

খিলাফতের মহান দায়িত্বে

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে খিলাফত-ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। দেখা যায়, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইআত অভিষেক হওয়ার পূর্বে মুসলিম-সমাজ দ্বিধা-বিভক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়, যার প্রভাব মুসলিমদের মধ্যে কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল, তা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। সেসময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি স্নায়বিক চাপ, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ না

হতেন, এই মহান দায়িত্বের উপযুক্ততায় কুরাইশরা যে এগিয়ে—তা যদি মানুষকে বোঝাতে সক্ষম না হতেন, যদি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণের অন্তরে ইসলামি চেতনার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হতেন, তাদেরকে আবু বকরের অগ্রাধিকার সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতে না পারতেন, যদি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে না বলতেন, তোমাদের মধ্যে কে আছ আবু বকরের চেয়ে নিজেকে অধিক যোগ্য মনে করো? অথচ আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে মনোনীত করে সন্তুষ্ট ছিলেন, আমরা কি আমাদের ব্যাপারে তার ওপর নির্ভর করতে পারব না?

এতসব কিছু যদি না ঘটত তাহলে জনরোষ উথলে উঠতে পারত, মানুষের প্রতীক্ষা দীর্ঘায়ত হতো, ফিতনা ডালপালা বিস্তার করার সুযোগ পেত যা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

সন্দেহ নেই, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তার অন্তিম সময় উপলব্ধি করলেন, তখন তার মাথায় এই তিক্ত স্মৃতিগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনি যদি এভাবে পরবর্তী খলিফা সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু না বলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেন, তাহলে মুসলিম সমাজের নিকট ভবিষ্যতে কী ঘটবে? তিনি কি পরবর্তী খলিফা মনোনিত করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন? সবাই যদি কোনো ভবিষ্যৎ-খলিফার ওপর ঐকমত্য হয়, তাহলে কে সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে সবার অন্তর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে? কাজটি সঠিক পথে না এগোলে কিন্তু ভীতিকর পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে। আসলে এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে সমাধান বের করে আনার বিষয়ে মুসলিমদের হৃদয় এখনো কোনো স্বচ্ছ সমীকরণের দেখা পায়নি। আচ্ছা, কেমন হয় যদি তিনি বিষয়টি আরও একটু বিশদভাবে উদ্ঘাটনের জন্য প্রবীণ সাহাবিদের মতামত যাচাই করেন? যদি তাদের পরামর্শক্রমে একজনের ব্যাপারে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তে আসার প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করেন, তাহলে কেমন হয়?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে, বিশিষ্ট সাহাবিরা উমরের অনুকূলেই তাদের মতামত ব্যক্ত করবেন। তবে তার ব্যাপারে উনাদের কিছু সতর্কতামূলক হুঁশিয়ারি অবশ্যই থেকে থাকবে। এখন তিনি চেষ্টা করলে উনাদের সেইসব আপত্তির নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হবেন, কিন্তু তিনি কোনো কিছু না জেনে এবং নির্দেশনা না দিয়ে যদি মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে উনারা সম্ভবত কখনো সুনির্দিষ্ট কারও ব্যাপারে একমত হতে পারবেন না—যা খুলে দিতে পারে উম্মাহর সামনে ফিতনার অমোচরণীয় রক্তক্ষয়ী দিগন্ত।

এ উদ্দেশ্যে আবু বকর রাদি. আবদুর রহমান বিন আউফকে ডেকে পাঠিয়ে জানতে চাইলেন—আমাকে উমর সম্পর্কে তোমার মতামত বলো। তিনি উত্তর দিলেন, হে রাসুলের খলিফা, তার সম্পর্কে আপনার মতামত যা আমার কাছে তিনি এর থেকেও উত্তম। কিন্তু উনার মধ্যে কিছুটা কঠোরতা আছে। আবু বকর রাদি. বললেন, ‘এর কারণ

হলো তিনি আমার মধ্যে কিছু শিথিলতা দেখতে পান তাই। আমি তাকে শাসনভার অর্পণ করলে তার মধ্যে থাকা এইসব কঠোরতা চলে যাবে। হে আবু মুহাম্মদ, আমি তাকে খুব খেয়াল করে দেখেছি, যখনই আমি কারও ওপর মনঃক্ষুণ্ণ হই তখন তিনি আমাকে ওই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কারণগুলো দেখান, আবার কারও প্রতি খুব বেশি ঝুঁকে পড়লে তিনি আমাকে ওই ব্যক্তির ওপর কঠোর হওয়ার কারণগুলো দেখান।'

এরপর তিনি আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ফিরে বললেন, আমি আপনাকে উনার সম্পর্কে যা যা বললাম আপনি এসব তাকে জানাবেন না। আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, জি, ঠিক আছে।

এবার খলিফা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকলেন, বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আমাকে উমর ইবনুল খাত্তাব সম্পর্কে আপনার কী ধারণা বলেন তো। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রাসুলের খলিফা, আপনি তো উনার সম্পর্কে অধিক অবগত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আবু আবদুল্লাহ, আপনি সেই অনুপাতেই বলুন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর জন্যেই উনার সম্পর্কে জানি, উনার গোপন বিষয় উনার প্রকাশ্য বিষয় থেকে উত্তম। আর আমাদের মাঝে উনার মতো আর কেউ নেই।'

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, আপনাকে যা বললাম তা উনাকে বলবেন না।' উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'জি, তাই করব ইনশাআল্লাহ।' আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি আপনাকে যা বললাম তা যদি উনার কাছে সমর্পণ করি, আমি জানি না উনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন কিনা, আপনাদের দায়িত্ব উনি কাঁধে তুলে নেবেন কিনা সেই এখতিয়ার উনার হাতেই। আমি আপনাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। অচিরেই আমি আপনাদের কাছে অতীত হয়ে যাব।'[৮]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে শুধু এই দুইজন বিশিষ্ট সাহাবির মতামত নিয়েই ক্ষান্ত হননি খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। বরং বিষয়টি নিয়ে তিনি বিজ্ঞ ও যোগ্য পরামর্শক হিসেবে যাদেরকেই চেনেন, সবার সাথে আলাপ করেন। আনসারি ও মুহাজির সাহাবিদের মধ্য থেকে সাঈদ ইবনু জায়েদ, উসাইদ ইবনু হুদাইর-সহ আরও কয়েকজন বিশিষ্টজনকে তলব করেন, এই উদ্দেশ্যে যে, তার পরের দায়িত্বশীল ব্যক্তি সম্পর্কে মুসলিমদের মতামত যেন একই ধারায় প্রবাহিত হয়—যাতে করে পূর্বে সাকিফের দিন যা ঘটেছিল, তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত নিয়ে উনাদের মধ্যে চলমান সংলাপের খবর আবু বকরে রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি থেকে সারা মদিনায় ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে উমরের

[৮] *তারিখু তবারি*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪২৮

কঠোরতা নিয়ে আশঙ্কায় থাকা কিছু মুসলিম সম্মিলিত ঐক্য গঠিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে খলিফার বাড়িতে গিয়ে উমরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য আবেদন জানানোর সংকল্প গ্রহণ করেন।

তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল খলিফার বাড়িতে এসে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে তারা ঘরে ঢুকলেন। তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে রাসুলের খলিফা, আমাদের ওপর এভাবে উমরকে দায়িত্ব দিয়ে চলে গেলে আপনি আল্লাহকে কী জবাব দেবেন? আপনার উপস্থিতিতেই মানুষজন উনার থেকে কী আচরণ পায় আপনি তো দেখেছেনই। আর আপনি না থাকলে কী অবস্থা হবে একবার ভেবে দেখুন!'

তালহার কাছ থেকে এমন অপ্রত্যাশিত অভিযোগ শুনে আবু বকর রাদি. কিছুটা রাগান্বিত হলেন। চিৎকার করে তিনি তার পরিবারকে বললেন, 'আমাকে তুলে বসাও, যখন তাকে বসানো হলো, তিনি বললেন, (তার রাগান্বিত কণ্ঠস্বর তখনও কাঁপছিল) আপনারা আমাকে আল্লাহর ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছেন? যে জুলুম করে আপনাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সে তো ধ্বংস হবে। আমি আমার রব্বকে এটুকু বলার আত্মবিশ্বাস রাখি—হে আল্লাহ, আমি আপনার প্রিয়দের দায়িত্ব একজন উত্তম মানুষের হাতেই দিয়ে এসেছি।[৯]

তলহার দিকে ফিরে তিনি এবার বললেন—আমি আপনাকে যা বললাম তা বাকিদের কাছেও আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দেবেন।

সম্ভবত এই কথোপকথন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে উমরের বাইআত নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে আসন্ন সংশয় সম্পর্কে আশঙ্কা তৈরি করেছিল। তাই এ বিষয়ে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে জনতার উদ্দেশে কিছু বলার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তিনি মসজিদে জনসমাগমের সময়টার সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি নিজ কক্ষ থেকে মসজিদে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশে জোর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের জন্য আমি যাকে খলিফা নির্বাচন করে যাব তার প্রতি কি সন্তুষ্ট থাকবেন? আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, কোনো আত্মীয়করণের আশ্রয় নিইনি। আমি আমার দায়িত্ব উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট অর্পণ করতে আশাবাদী। আপনারা উনার আনুগত্য করবেন?' লোকেরা একবাক্যে সমস্বরে উত্তর দিলেন—'আমরা আনুগত্য করলাম।'

সেই মুহূর্তেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আসমানের দিকে দু-হাত তুলে বললেন—

হে আল্লাহ, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের কল্যাণকামিতা, অশুভ ফিতনা থেকে বাঁচানোর নিমিত্তে তাদের জন্য আমি যা করলাম, আপনি তা ভালো করেই অবগত আছেন। একটি সর্বসম্মত জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিশ্রম করেছি, আমি এমন একজনকে

[৯] *ইবনুল আসির,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪২৫

তাদের দায়িত্ব অর্পণ করলাম, যিনি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও শক্তিশালী, এমন এক ব্যক্তি, যিনি তাদেরকে যা পরামর্শ দেবেন নিজেই তা পালন করতে অত্যধিক সচেষ্ট।[১০]

এভাবে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবু বকরের বিচক্ষণতার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পায়। তারা উপলব্ধি করলেন যে, খলিফাতুর রাসুল তাদের কল্যাণের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। সত্যান্বেষী হয়ে গড়ে তুলেছেন পরামর্শভিত্তিক ও বিশ্বস্ত ও নিরপেক্ষ মতামত। একইভাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও জনতার আশ্বস্ততা একটি সুরক্ষার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। সন্তুষ্ট হলেন পরবর্তী খলিফা হিসেবে উমরের ওপর সর্বজনীন ঐকমত্যসূচক জবাব শুনে। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তিনি উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে তার পক্ষ থেকে লিখতে বললেন—

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম, আবু বকর ইবনু কুহাফার পক্ষ থেকে মুসলিমদের প্রতি লিখিত, পরসমাচার এই যে..., এটুকু বলেই তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকরের পক্ষ থেকে লিখে নেন—'আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাদের নেতৃত্বের দায়িৎব উমর ইবনুল খাত্তাবের হাতে ন্যস্ত করলাম, এ কাজে আমি কল্যাণের কোনো কমতি রাখিনি।[১১]

যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হুঁশ ফেরে, তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'কী লিখেছেন একটু পড়ুন।' অতঃপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখিত আহাদ-নামাটি পাঠ করলেন। আবু বকর তাকবির দিয়ে বললেন, 'আমার জ্ঞান হারানোর ফলে মানুষ দিগ্‌বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বলে ভয় পেয়েছেন?' উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'জি।' আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহ ইসলাম ও এর বাহকদের পক্ষ থেকে আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।' এভাবেই খুলাফায়ে রাশিদিনের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখিত আহাদ-নামাটি অনুমোদন দেন।

এরপর তিনি লোকজনকে আহ্বান করলেন লিখিত অসিয়তনামা অনুযায়ী উল্লিখিত ব্যক্তির হাতে বাইআত গ্রহণ করার জন্য। লোকজন একে একে নিঃশর্তভাবে আনুগত্যের বাইআত গ্রহণ করেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরি তেরোতম বছরে জুমাদিউল উখরার একুশ তারিখ (২২ আগস্ট, ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) সোমবার সূর্যাস্তের পর ইনতিকাল করেন। গোসল করানোর পর প্রিয়নবিকে বহনকারী খাটিয়াতেই আবু বকরকে বহন করা হয়। এরপর

[১০] *আল-ফারুক উমর,* হায়কাল, পৃষ্ঠা : ৮৮
[১১] *ইবনুল আসির*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪২৫

খাটিয়া মসজিদে আনা হয়, সেখানে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতিতে মুসলিমরা তার জানাজা আদায় করেন। এরপর তাকে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কক্ষে আনা হয়, যেখানে প্রিয় হাবিব শুয়ে আছেন তার অপেক্ষায়। রাসুলুল্লাহর পাশেই তার জন্য কবর প্রস্তুত করা হয়। প্রিয় রাসুলের পবিত্র বুক বরাবর তার মাথা রাখা হয়। উমর ইবনুল খাত্তাব, আবদুর রহমান ইবনু আবি বকর, উসমান ইবনে আফফান ও তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ তার দাফনকার্যে অংশগ্রহণ করেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে উপস্থিত থেকে ও অংশ নিয়ে বিদায়ি খলিফাকে চিরবিদায় জানান। দাফন শেষে হাত থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি বের হয়ে এলেন। অতঃপর জমায়েত হওয়া সাহাবিদের সালাম দিলেন। এরপর যখন তিনি বাড়ি ফিরলেন, ততক্ষণে মধ্যরাত পার হয়ে গেছে।

খিলাফতের দায়িত্বে উমর ইবনুল খাত্তাব

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিদায়ের সেই রাতটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চরম উৎকণ্ঠায় কাটালেন। তার চিন্তার জগৎ গ্রাস করে রাখে একের পর এক ভাবনা-দুর্ভাবনা। আবু বকর রাদি. মুসলিমসমাজকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, তা সম্পর্কে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে ভালো আর কে অবগত থাকবে? মুসলিম সেনাবাহিনী ইরাকে চরম সংকটময় মুহূর্ত পার করছেন। সেনাপতি মুসান্না ইবনু হারিসা সেখানে পারসিকদের বিরুদ্ধে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করছেন। অন্যদিকে সিরিয়ায় অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর অবস্থাও এর চেয়ে কোনো অংশে ভালো ছিল না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শেষ দিনগুলোতে মদিনার কর্তাব্যক্তিদের কাছে আশাব্যঞ্জক কোনো সংবাদ আসছিল না। এমতাবস্থায় উমর রাদি. খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

বিছানায় শুয়ে থাকা উমর রাদি.-এর চিন্তায় এ দৃশ্যপটগুলো আসা-যাওয়া করছিল। তিনি বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেই নির্ঘুম রাত কাটালেন। কীভাবে তিনি বিশ্রাম নেবেন সে রাতে? মাত্রই তার কাঁধে মুসলিমদের সমস্ত দায়দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ দায়িত্বে তার অধীনস্থের বৃত্তটিকে এমন এক ব্যাপক পরিধি দিলেন, যেখানে শুধু মানুষই না, পশুপাখিরাও ছিল অন্তর্ভুক্ত। এ সবকিছু মাথায় রেখে তিনি প্রাক্তন খলিফার অসিয়তসমূহ আবার স্মরণ করতে লাগলেন। খলিফা কি তাকে সিরিয়ার অভিযান চালিয়ে যাওয়ার অসিয়ত করেননি? মুসলিমদের দায়িত্ব নেওয়া শাসকের ওপর ন্যায় ও ইনসাফের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক করেননি? উম্মতে মুহাম্মদির প্রতি কল্যাণকামিতার আমানত অর্পণ করে তাদের মঙ্গল নিশ্চিত করার আদেশ দেননি?

নতুন কর্তব্যের চিন্তাজট হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘুম হারাম করে দিলো। ফজর অবধি তিনি বিছানায় ছটফট করলেন। নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তিনি মসজিদে চলে গেলেন। ফজরের পরপর লোকেরা উমরের হাতে বাইআত নিতে ভিড় করতে থাকলে

ধীরে ধীরে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুশ্চিন্তা হ্রাস পেতে শুরু করে। অজানা আশঙ্কা দূর হয়ে সেখানে স্থির প্রশান্তি এসে জমা হতে থাকে। বিনিদ্র রাত্রির উদ্বিগ্নতা মুহূর্তেই উবে যেতে থাকে।

মুসলিম নেতৃবর্গের সামনে উমর তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা ব্যক্ত করার জন্য যথার্থ সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন। জোহরের সালাতের ওয়াক্তে সেই সুযোগটি এলো। মসজিদ তখন মুসল্লিতে পরিপূর্ণ। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পেশ করলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবদানসমূহের স্মৃতিচারণ করলেন। তারপর বললেন—হে লোকসকল, আমি আপনাদেরই একজন। খলিফার নির্দেশ অমান্য করার সুযোগ থাকলে আমি আপনাদের দায়িত্ব কখনোই গ্রহণ করতাম না। উপস্থিত সকলে একবাক্যে উমরের প্রশংসা, অবদান ও কৃতিত্বের কথা জানিয়ে উত্তর প্রদান করেন।

শঙ্কা ও ভয়মিশ্রিত চোখে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি কিছু কথা বলব, আপনারা তা কবুলের জন্য দুআ করুন।

'হে আল্লাহ, আমি বড্ড কঠিন, আমাকে আপনি নম্রতার পোশাক পরিয়ে দিন। আমি দুর্বল, আমাকে শক্তিশালী করুন। আমি কৃপণ, আমাকে উদারতা দান করুন।'

এরপর তিনি বললেন—হে ভাইয়েরা, আপনাদের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। আর আমার মাধ্যমেও আপনারা পরীক্ষার সম্মুখীন। আমার বন্ধুর পরে আপনাদের মাঝে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর কসম, আপনাদের কোনো বিষয় আমার অধীনস্থ কারও কাছে ন্যস্ত হলে তারা যেন আমানত ও বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করেন। তারা যদি আপনাদের সাথে সদাচরণ করে আমিও তাদের সাথে সদাচরণ করবো। যদি তারা অসদাচরণ করেন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দেবো।[১২]

এরপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে জোহরের সালাত আদায় করলেন। দিনটি ছিল হিজরি ত্রয়োদশ বছরের জুমাদাল আখিরার বাইশ তারিখ, মঙ্গলবার। এই দিনটিই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের প্রথম দিবস।

উমরের আঞ্চলিক রাজনীতি

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফত-জীবনের সূচনা করলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসিয়তনামা বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে। ঠিক যেমনটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও তার খিলাফত-জীবন শুরু করেছিলেন রাসুলের অসিয়ত অনুযায়ী উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অভিযানে প্রেরণ করার মাধ্যমে। উভয় খলিফাই তাদের ওপর

[১২] *আল-ফারুক উমর,* হায়কাল, পৃষ্ঠা ৯১